তারিখ 28 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

সংবাদ

কাশিনাথপুর সর. স্কুল নানা সমস্যায় জর্জরিত

আব্দুল আজিজ, সরিষাবাড়ী (জামালপুর)

সরিষাবাড়ী উপজেলার ৪ নং আওনা ইউনিয়নের ৪৫ নং কাশিনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ৬৩ শতাংশ জমির উপর ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৯৭৪ সালে জাতীয় করন করা হয়। বিদ্যালয়টি নানা সমস্যায় জর্জরিত। ২০০৫ সালে নির্মিত ভবনটির বিভিন্ন স্থানে ফাটল ধরে শ্রেনী কক্ষে পাঠ দানের অনুপযোগি হয়ে পড়েছে।

সরিষাবাড়ী

সরজমিনে গিয়ে জানাযায়, ওই স্কুলে বর্তমানে ৪ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা রয়েছে। প্রধান শিক্ষকের পদ শুন্য। এছাড়া প্রাক প্রাথমিকে ৩৪ জন ,প্রাথমিক শ্রেণীতে ৪৫ জন,২য় শ্রেণীতে ৪৫ জন, ৩য় শ্রেণীতে ৩৪ জন, চতুর্থ শ্রেণীতে ২৯ জন ,৫ম শ্রেণীতে ৩৪ জন মোট ২২১ জন ছাএ/ছাত্রী রয়েছে। ১৯৯৫ সালে নির্মিত ৪ কক্ষ বিশিষ্ঠ ভবনটি বর্তমানে ঝুকি পূন অবস্থায় রয়েছে। বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষের বিভিন্ন স্থানে ফাটল, দেয়ালের ও ছাদের প্যালাষ্টার ভেঙ্গে পড়েছে। মাঝে মধ্যে পাঠদান চলাকালিন সময়ে হঠাৎ করে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের উপর প্যালাষ্টার খসে পড়ে। এতে শিক্ষরা সবসময় আতংকিত থাকে। লেখাপড়ার পরিবর্তে সবসময় আতংক বিরাজ করে। প্রায় সবকয়টি দরজা,জানালা ভাঙ্গা,ব্যাবহার অনুপযোগি টিউবওয়েল ও লেট্রিন। বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল না থাকার কারনে পাশ্বের রাস্তার ভ্যান ,রিক্সা, গরু,ছাগল বিদ্যালয়ের মাঠে প্রবেশ করে । শিক্ষার্থীদের খেলার মাঠটি চার পাশ্বের চেয়ে নিচু হওয়ায় একটু বৃষ্ঠিহলেই হাটু জলে ডুবে যায়। ৪র্থ শ্রেণীর কোন কর্মচারী না থাকায় শিক্ষক/শিক্ষিকাদেরকে ,ছুটির ঘন্টা সহ অন্যান্য কাজ করতে হয়। বিদ্যালয়টির ২ কক্ষ বিশিষ্ঠ অন্য একটি ভবন ২০০৫ সালে নির্মিত হয়।

উক্ত ভবনটির প্যালাষ্টার খসে পড়ছে,পিছনের দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। ১৯৭৩ সালে নির্মিত টিনের চৌচালা ঘরটি অকেজো/শ্রেণী কক্ষের অনুপযোগি হয়ে পড়েছে।আস্তে আস্তে উক্তঘরের টিন ও আসবাবপএ হারিয়ে যাচ্ছে। অতি সত্তর প্রয়োজনিয় ব্যাবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। প্রাক প্রাথমিক কমলমতি শিশুদের জন্য কোন শ্রেণী কক্ষ নাই। বর্তমানে বিদ্যালয়টির ছাত্র / ছাত্রীর চাহিদা তুলনায় জরুরি ভিত্তিতে টিনের চৌচালা গৃহটি সংস্কার /পূনঃনির্মাণ প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি সাহেল মাষ্টার ও ফজলুল করিম(বিপ্লব) জানান,বিদ্যালয়টির মাঠে মাটি ভরাট, চৌচালা টিনের ঘর, ল্যাট্রিন, দরজা জানালাসহ অন্যান্য কাজ গুলি সংস্কার করার জণ্য জরুরি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের সু-দৃষ্টি একান্ত কাম্য।

এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ ফেরদৌস জানান, সংশ্লিষ্ঠ্য বিদ্যালয়টি সংস্কারের জন্য উর্ধতন কতৃপক্ষের কাছে চাহিদা পএ প্রেরন করা হয়েছে।